সংবাদ

তারিখ 01 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

আগৈলঝাড়ায় ৯ হাজার শিশু বই উৎসব থেকে বঞ্চিত

মাধ্যমিকেও রয়েছে সংকট

অপূর্ব লাল সরকার, আগৈলঝাড়া (বরিশাল)

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই সংকটের কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর ৯ হাজার শিক্ষার্থী বছরের প্রথম দিনে বই পাচ্ছে না। তাদের বই না পাওয়ার মধ্য দিয়েই অনুষ্ঠিত হবে বই উৎসব। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সিরাজুল হক তালুকদার জানান, ২০১৬ সালে উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৩য় শ্রেণীর ৪ হাজার ৮শ' ও ৫ম শ্রেণীর ৪ হাজার ২শ' সেটসহ মোট ৯ হাজার সেট বই না পাওয়ায় বছর শুরুর প্রথম দিনে বই উৎসবে যোগ দিতে পারবে না ৯ হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

সূত্র মতে, ১ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ৪ হাজার ৮শ', ২য় শ্রেণীর জন্য ৪ হাজার ৫৫০, ৩য় শ্রেণীর জন্য ৪ হাজার ৮শ', ৪র্থ শ্রেণীর জন্য ৪ হাজার ৭৫০ ও ৫ম শ্রেণীর জন্য ৪ হাজার ২শ' সেট বইয়ের চাহিদা পাঠানো হয়েছে। এরমধ্যে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১ম, ২য় ও ৪র্থ শ্রেণীর চাহিদানুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান বই সরবরাহ করেছে। তবে ৫৯ পশ্চিম মালিবাগের নিউ পানামা প্রিন্টার্স নামে সরকার নির্ধারিত ঠিকাদার ৩য় শ্রেণীর ৪ হাজার ৮শ' ও ৫ম শ্রেণীর ৪ হাজার ২শ' সেটসহ মোট ৯ হাজার সেট বইয়ের কোন কপি তাদের সরবরাহ করেনি। ফলে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী বছরের ১ম দিনে বই উৎসবে যোগ দিতে পারবে না ৯ হাজার কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

অন্যদিকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সহকারী মন্টু লাল রায় জানান, ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের চাহিদা রয়েছে ২ লাখ ১১ হাজার ৭শ' সেট বই। এরমধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক ২ লাখ ১০ হাজার ৫০ সেট বই সরবরাহ করা হয়েছে। তবে ৯ম শ্রেণীর ৬৫০ পিস জীববিজ্ঞান এবং পৌরনীতি ১ হাজার পিস বইসহ মোট ১ হাজার ৬৫০ পিস বই এখনও তারা হাতে পাননি। উভয় শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে ইতোমধ্যেই চাহিদানুযায়ী প্রাপ্ত বই প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান। সব শ্রেণীর জন্য বই না পেলেও ১ জানুয়ারি একাধিক ভেন্যুতে বই উৎসব পালন করা হবে বলেও জানান প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সিরাজুল হক তালুকদার।